গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ শিশু একাডেমি
ভোলা জেলা শাখা।
shishuacademy.bhola.gov.bd

স্মারক নং-৩২.১০.০৯০০.০০০.২৩.৪৭(১)- ৬৯(৯০) তারিখঃ ২৮/০২/২০২৪ ইং

বিষয়ঃ ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত কর্মসূচি প্রসঙ্গে।

জেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ভোলা জেলা শাখার যৌথ আয়োজনে **"ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস ২০২৪"** উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে নিম্মোক্ত কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

॥ কর্মসূচি ॥

তারিখ ও সময়	প্রতিযোগিতার বিষয়/ বিভাগ	প্রতিযোগিতার স্থান
০৫/০৩/২০২৪ ইং সকাল ১০:৩০ টা	**চিত্রাংকন প্রতিযোগিতাঃ** ক বিভাগ ১ম-৩য়, খ বিভাগ ৪র্থ-৬ষ্ঠ,গ-বিভাগ ৭ম-১০ম শ্রেনী। **বিষয়ঃ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষন।** ঘ বিভাগ (বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু), **বিষয়ঃ উন্মুক্ত।**	বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ভোলা।
০৫/০৩/২০২৪ ইং সকাল ১০:৩০ টা	**বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী ভিত্তিক কুইজ প্রতিযোগিতাঃ** ক বিভাগ ১ম-৩য়, খ বিভাগ ৪র্থ-৬ষ্ঠ,গ-বিভাগ ৭ম-১০ম শ্রেনী।	
০৫/০৩/২০২৪ ইং সকাল ১১:০০ টা	**বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রতিযোগিতাঃ** ক বিভাগ ১ম-৩য়, খ বিভাগ ৪র্থ-৬ষ্ঠ,গ-বিভাগ ৭ম-১০ম শ্রেনী। (ভাষণের অংশবিশেষ চিঠির ২য় পাতায়, অন্যথায় shishuacademy.bhola.gov.bd ভিজিট করুন)	
০৭/০৩/২০২৪ ইং সকাল ০৮:৩০ টা	বঙ্গবন্ধুর মুর‍্যালে শ্রদ্ধা নিবেদন।	জেলা প্রশাসন প্রাঙ্গন,ভোলা
০৭/০৩/২০২৪ ইং সন্ধ্যা ০৬:০০ টা	আলোচনা সভা,সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী।	জেলা পরিষদ হলরুম,ভোলা

উল্লেখিত সকল অনুষ্ঠানে যাতে আপনার বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যাপক সংখ্যক শিশু অংশগ্রহণ করতে পারে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হলো।

প্রাপক,

অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো।
১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি।
২। জেলা প্রশাসক ও সভাপতি বাংলাদেশ শিশু একাডেমি,ভোলা।
৩। পুলিশ সুপার ও সহ-সভাপতি বাংলাদেশ শিশু একাডেমি,ভোলা।
৪। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও সহ-সভাপতি বাংলাদেশ শিশু একাডেমি,ভোলা।
৫। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল),ভোলা।
৬। জেলা প্রাথমিক/মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার,ভোলা।
৭। জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা (সকল),ভোলা।

২৮/০২/২০২৪ইং
(মুহাম্মদ আখতার হোসেন)
জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা(অ.দা),
বাংলাদেশ শিশু একাডেমি,ভোলা।

(ভাষণের অংশবিশেষ ২য় পাতায়)

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

(অংশবিশেষ)

ভাইয়েরা আমার

আমি, আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই, যে আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট, কাচারী, আদালত, ফৌজদারী, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, তার জন্য রিক্‌শা, ঘোড়াগাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গর্ভণমেন্ট দপ্তরগুলো, ওয়াপদা-কোনোকিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এর পরে যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকের উপর হত্যা করা হয়- তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল। প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছুি আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট, যা যা আছে, সব কিছু আমি যদি হুকুম দেবার-নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।

সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না। আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে, যদ্দুর পারি আমি সাহায্য করতে চেষ্টা করব। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা-পয়সা পৌছিয়ে দেবেন। আর এই সাতদিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন, প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌছাইয়া দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হল, কেউ দেবে না। শোনেন-মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায়-হিন্দু, মুসলমান, বাঙালি, নন-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে, আমাদের যেন বদনাম না হয়।

মনে রাখবেন, রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। দুই ঘন্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনেপত্র নেবার পারে। কিন্তু পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাঠাতে হলে আপনারা চালাবেন।

কিন্তু যদি, এদেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব-এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাল্লাহ্। এরারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

জয় বাংলা।